দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 24 DEC 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ৭ ...

120

বিদ্যালয়সমূহে আরবী ভাষা

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৫ ইং শিক্ষাবর্ষের গোড়ার দিকে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়সমূহে প্রেরিত এক সার্কুলারে "আরবী আবশ্যক বিষয় নয়"–বলে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ রহস্যজনক কারণে এ নির্দেশের ঘোষণার এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও নারায়ণগঞ্জ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এ সার্কুলার বাস্তবায়িত হয়নি। অতীতের মতই এ বিদ্যালয়ের ১৯৯৫ইং শিক্ষাবর্ষের পাঠ্য তালিকায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আরবীকে 'আবশ্যিক বিষয়' হিসাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং অনুষ্ঠিত সকল পরীক্ষায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাধ্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'আরবী' একটি সহজ বিষয় নয়, এবং এই কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয়টিতে পরীক্ষায় পাস করার জন্য ছাত্রীদের প্রাইভেট শিক্ষকের দ্বারস্থ হওয়ার, কিংবা কোচিং সেন্টারে গমন ছাড়া কোন উপায় থাকে না। প্রাইভেট শিক্ষক কিংবা কোচিং সেন্টারের ব্যয়ভার বহন করা অধিকাংশ ছাত্রীর অভিভাবকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রীরা ও তাদের অভিভাবক মহল দারুণ সমস্যায় পড়েছে এবং বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে তারা উৎসাহ হারাচ্ছে। এটা কোন মহলেরই কাম্য হতে পারে না।

অতএব, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিভাবক মহলের পক্ষ থেকে আকুল আবেদন, 'আরবী বিষয় সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রেরিত সার্কুলারের ঘোষণার আশু বাস্তবায়ন অর্থাৎ ১৯৯৬ইং শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল ক্লাসের ছাত্রীদের পাঠ্য তালিকায় "আরবী আবশ্যিক বিষয় নয়"–কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করে উল্লিখিত স্কুলের ছাত্রীদের ও তাদের অভিভাবক মহলকে দুশ্চিন্তামুক্ত করুন। এ ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অভিভাবক মহল
নারায়ণগঞ্জ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
নারায়ণগঞ্জ।